তারিখ ... ২১-১-২০০০
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক ইনকিলাব

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দুর্নীতির উৎস

বাসস ঃ সরকারী কর্মচারীদের একচেটিয়া এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দুর্নীতিকে স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে নিতে সাহায্য করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রধান কারণ হচ্ছে আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা এবং আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও শাস্তির স্বল্পতা। একদিকে আইন, বিধি ও সংবিধির আধিক্য এবং অন্যদিকে সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থেকেও দুর্নীতির উদ্ভব ঘটছে।

দুর্নীতির প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ স্বল্প বেতন, চাকরি জীবনে উন্নতির অপর্যাপ্ত সুযোগ, মেধার স্বীকৃতি অনুসৃত না করে বিধিবহির্ভূতভাবে পদোন্নতি, ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা ও শীর্ষ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য সরকারী পদমর্যাদার অপব্যবহার। এছাড়া সরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের টেন্ডার মূল্যায়ন, কর নিরূপণ এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডের মতো সরকারী কাজকর্মে উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা না থাকার কারণে কখনও কখনও দুর্নীতি দেখা দিতে পারে। কার্য সম্পাদন ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিধি বা পদ্ধতিসমূহও যথেষ্ট স্পষ্ট না থাকায় অসাধু কর্মচারীরা দুর্নীতি করার

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

রাষ্ট্রে, সমাজে ও জনজীবনে এই দুর্নীতির বিরূপ প্রভাব ঘটে থাকে সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুর্নীতির কারণে অনেক দুর্বল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় দেখা দিতে পারে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিদেশী বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক বিকাশ দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সরকারের রাজস্ব ক্ষতি, অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যদিয়ে দুর্নীতি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে সম্পদের অসমতা এবং সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। শ্বেতহস্তী হিসেবে বিবেচিত বিনিয়োগ প্রকল্প শুরুর পেছনে আংশিকভাবে ঘুষের ভূমিকা থাকে, সেগুলোর মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত ঋণের বোঝা সৃষ্টি হতে পারে। দুর্নীতির কারণে ঘুষের খরচটা সেবা ও পণ্যের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে জনগণকে উচ্চ মূল্য দিতে হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতি শুধুমাত্র সরকারী খাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বেসরকারী খাত নিজেদের সুবিধা আদায় করতে গিয়ে সরকারী খাতকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলার জন্য বহুলাংশে দায়ী। বেসরকারী কোম্পানীসমূহ বড় বড় সরকারী কন্ট্রাক্ট লাভের জন্য ঘুষ দিতে চাপের সম্মুখীন হয়। বেসরকারী কর্পোরেট খাত ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করতে অবৈধ পন্থায় আশ্রয় নেয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। আমদানী ও রফতানী কর্মকাণ্ডে ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিং রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মান ও পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রতারণা দেশে-বিদেশে বাজার সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত করছে।